তাহার আর জমিদার ও মহাজনের নিকট নিস্তার থাকে না। জমিদার ও মহাজন আপনাপন প্রাপ্য আদায়ের জন্য চাসার বাড়ী ঘর দ্বার, গোরু বাছুর লইয়া টানাটানি করিতে ছাড়েন না, কৃষক বজায় থাকিলে যে আপনাদের লাভের পথ প্রশস্ত থাকিবে, তাহা একবারও না ভাবিয়া, তাহাকে উপবাসী ও উদ্বাস্ত করিতে কিছুমাত্র অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করেন না; উপস্থিত দুর্ব্বৎসরে রঘুনাথের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল। বাকী খাজনার জন্য যে দিন জমিদারের পাইক আসিয়া তাহাকে মালের কাছারীতে ধরিয়া লইয়া যায়, আর মহাজন তাহাকে না পাইয়া পুত্র তিনটীকে ধরিয়া চুণের গুদামে বদ্ধ রাখে, সে দিন রামনাথের অনশনে অতিবাহিত হয়। বেলা অপরাহ্নে তাহার মাতা একটী ঘটী বন্ধক দিয়া সে দিনের উদরান্ন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল বটে, কিন্তু পিতা ও অগ্রজদিগের ভাবনায় সে অন্ন রমানাথের মুখে উঠিল না. রমানাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যেরূপে হউক এ কষ্ট দূর করিতে হইবে।

পরদিন রঘুনাথ পুত্রগণের সহিত মুক্তিলাভ করিল বটে, কিন্তু বাড়ী আসিয়া আর রমানাথকে দেখিতে পাইল না। রমা সেই দিন হইতে নিরুদ্দিষ্ট, কোথায় গেল, কি হইল, কেহ কিছু বলিতে পারে না। নানা লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল, কাহার মতে সে আত্মহত্যা করিয়াছে. কাহার মতে সমস্ত দিন না খাইতে পাইয়া গৃহস্থকে জব্দ করিবার জন্য স্থানান্তরে আছে, রাগ পড়িলেই আসিবে, কেহ বা বলিল রমানাথ মনের খেদে দেশান্তরী হইয়াছে।

যাহাই হউক ফল কথা রমানাথের অভাবে রঘুনাথের সংসারে একটা দারুণ দুঃখের উদয় হইল।

রঘুনাথ ও তাহার অন্যান্য পুত্রগণ গ্রামের চতুপার্শ্বের পাঁচ ছয় ক্রোশের মধ্যে যত হাট বাজার ছিল, সকল স্থানেই আলু পটল, কলাই, তামাক যে দিনের যা বিক্রয় করিবার জন্য যাইত, তাহারা সে সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুজিল কিন্তু রমানাথের কোন অনুসন্ধান পাইল না, তখন তাহাদিগকে তাহার পুনঃ প্রাপ্তির আশায় একরূপ জলাঞ্জলি দিতে হইল। সময়ে রমানাথের শোক সকলেরই মনে পুরাতন ও দুর্ব্বল হইয়া আসিল, কেবল মাত্র স্মৃতিই রহিল, কিন্তু রঘুনাথের গৃহিণীর মনে সে আগুণ সমান জ্বলিতেছিল, স্বামী বুঝাইল, পুত্রেরা সান্ত্বনা দিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার মন বুঝিল না। বৃদ্ধা দিবারাত্রি চক্ষের জলে ভাসিত, আর 'রমানাথ' রমানাথ" বলিয়া চেঁচাইত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রমানাথ বাড়ী ছাড়িয়া একেবারে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কলিকাতায় কাহারও সহিত তাহার জানা শুনা ছিল না, গ্রামের যে দুই এক জন লোক ছিল তাহাদের সহিত দেখা করিবার সুবিধা হইল না, আর দেখা করিবার ইচ্ছাও ছিল না, ভয়—পাছে তাহারা বাড়ীতে সংবাদ দিয়া তথায় লইয়া যায়।

কলিকাতায় পৌঁছিয়াই রমানাথ হাটখোলার নিকট গঙ্গার ধারের রাস্তা ধরিয়া বড়বাজারের দিকে আসিতেছিল। তখন স্নানকাল। হাটখোলার একজন মহাজন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে আসিতে দেখিতে পাইলেন, একটী বালক রাস্তার ধারের বাড়ী, গঙ্গার উপর রাশি রাশি নৌকা, পথের গাড়ী ঘোড়া, চঞ্চল চক্ষে দেখিতে দেখিতে যাইতেছে। ভাবভঙ্গি দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন বালকটী সহরে এই নূতন আসিয়াছে, কি তাহার মনে হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন.— "ওহে বাপু কোথা যাবে ?

এই কথায় বালক থামিয়া দাঁড়াইল, বলিল —"কোথা যাব ঠিক কত্তে পাচ্চিনা।"

মহা। কার কাছে এসেছ ?

বাল। তারও ঠিক নাই।

মহা। তবে কি কর্বে ?

বাল। কি আর কর্বো, সমস্ত দিন ঘুরিতে ফিরিতে যদি কারো আশ্রয় পাই।

মহা। আমার কাছে থাক্‌বে ?

বাল। থাক্‌বো।

মহা। মেহনত করে থাকতে পার্‌লে সুপয়সা লাভ আছে।

বাল। যে আজ্ঞা খুব মেহনত কর্‌বো।

মহা। আচ্ছা, তবে আমার সঙ্গে এস।

মহাজনের নাম "রাধামাধব," রমানাথ রাধামাধবের আশ্রয় পাইয়া মনে মনে আপনাকে ধন্য বোধ করিল, তাহার

আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে হাটখোলার গদিতে উপস্থিত হইল। রাধামাধবের কারবার বড় ধুম ধামের। অনেক মুহুরী, সরকার, মুটে, তাহাতে কাজ করে। ব্রাহ্মণে পাক করে, চাকরে হাট বাজার করিয়া আনে, অনেক লোক জল খায়, ভারি ধুম,—যেন নিত্য উৎসব। রাধামাধবের খুব চল্‌তি। তিনি হাটখোলার মধ্যে এক জন গণ্য মান্য মহাজন। রমানাথ পল্লীগ্রামের দরিদ্র কুটীর হইতে একবারে সহরের অতুল ঐশ্বর্য্যের মাঝে আসিয়া পড়িল,—অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিল।

রাধামাধব গদিতে পৌঁছিয়া পাচক ব্রাহ্মণকে বলিয়া দিলেন আজি হৈতে এই বালকটীকে ভর্ত্তি করা হইল। রমানাথ গদিতে স্থান পাইলে আহারাদির বন্দোবস্ত হইল, দুই চারি দিন পরে পরিধেয় বস্ত্রের অভাব মিটিল, প্রথম দিন কতক তাহার কাজ কর্ম্মের কোন ব্যবস্থা হইল না। মুহুরী গোমস্তারা যেখানে লেখা পড়া করে রমানাথ সেইখানে বসিয়া থাকে, তাহাদের হুকুম মতে তামাক সাজে, ফরমাইস খাটে, আর ছেঁড়া খবরের কাগজটা আরটা লইয়া পড়ে,—লিখিতেও শিক্ষা করে। ক্রমে একদিন রাধামাধবের নজর পড়িল, তিনি রমানাথকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রমানাথ, তুমি লেখা পড়া জান?" রমানাথ উত্তর করিল,—"আজ্ঞা, ভাল রকম নয়, অনুমতি হ'লে শিখ্‌তে পারি।" রাধামাধব লোকটা গুণগ্রাহী; রমানাথের লেখা পড়া শিখিবার সুবিধা করিয়া দিলেন। এখন হইতে রমানাথ মুহুরীদের কাছে বসে, হাতের লেখা

তৈয়ারি করে, মনে বড় আনন্দ। রমানাথ ভাবিল এত-দিনে বিধাতা তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। রমানাথ বড় হইতে মাঝারি, মাঝারি হইতে ছোট লেখা ধরিল, কড়া গণ্ডা শিখিল,—তাহাতে সামান্য বেতনের গোমস্তা মুহুরীদের হিংসা জন্মিতে লাগিল, তাহারা আর—ভাল করিয়া তাহাকে শিক্ষা দেয় না, অতি অল্পদিনেই রমা-নাথের যতটা উন্নতি হইল, অনেকের তাহার শতাংশের একাংশও ঘটিয়া উঠে না। এখন সে ছাপার বহী দেখিয়া আপনি সকলই শিখিতে পারে, সুতরাং গোমস্তা মুহুরীদের উপেক্ষা ও অযত্নে তাহার বিদ্যা শিক্ষার বিশেষ কিছু হানি হইল না। চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে যতই কেন বিঘ্ন বিপত্তি হউক না, কিছুতেই কিছু হয় না, ইষ্টসিদ্ধি করিতে পারা যায়।

রমানাথ এখন বেতন পায় না, কিন্তু প্রভু যখন যে কাজ করিতে বলেন তাহা সমাধা করিতে বিলক্ষণ পরি-শ্রম হইলেও আহ্লাদ ও আগ্রহের সহিত তাহা করে। এক-দিন কোন সওদাগরসাহেবের হাউসের একটী বাবু কার্য্যো-পলক্ষে রাধামাধবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার গদিতে আইসেন। বাবুটী হাউসের মুচ্ছুদ্দি। রাধামাধবের সঙ্গে যখন তিনি কথাবার্ত্তা কহেন, রমানাথ তখন তাঁহা-দের নিকটে ছিল। রমানাথ বালকটী প্রিয়দর্শন,—যদিও চাসার ঘরের ছেলে, কিন্তু তাহার চেহারাটী বেশ মনো-হর। টকটকে গৌরবর্ণ হইলেই দেখিতে সুন্দর হয়, যাঁহাদের মনে এই স্থির ধারণা আছে তাঁহাদিগকে কোনমতেই

আমরা বুঝাইতে পারিব না যে রমানাথ সুন্দর। রমানাথের রংটী কাল অপেক্ষা একটু ফরসা, চক্ষু দুইটী বড় বড়, তাহাদের প্রান্তভাগে যেন রক্তে ভিজান মাকড়সার জালের ছোট ছোট টুকরা কাটিয়া বসান,--কান দুটী ছোট ছোট,—কপালটী চৌড়া, মধ্যস্থলে উচ্চ, বামে দক্ষিণে ক্রমনিম্ন, যেন কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশ,—হাত পা গোল, বুকটী ভরাট,—ঘাড়টী আলু বেগুনের বোঝা বহন না করিয়াও ছোট অর্থাৎ গজস্কন্ধ,—মাথার চুলগুলি খুব কাল আর কোঁকড়ান, মুখে সর্ব্বদাই যেন প্রফুল্লতা মাখান, এই সকলের উপর রমানাথের কথাগুলি বড় মিষ্ট, ব্যবহার যার পর নাই শিষ্ট, রমানাথ যাহাকে অন্ততঃ একবারও "আজ্ঞা" বলিয়া উত্তর দিতে পারিয়াছে, তাহাকেই বশীভূত করিয়াছে।

হাউসের মুচ্ছুদ্দি বাবু রমানাথের কথাবার্ত্তায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাজনকে বলিলেন "মহাশয়, আমার কাছে যখন কোন কাজ কর্ম্ম থাকিবে তখন রমানাথকে পাঠাইবেন।" আর তিনি রমানাথকেও বলিলেন যে সময় বিশেষে সে একবার যেন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে। রমানাথ বিনীতভাবে তাহাতে সম্মত হইল।

এই সময়ে রাধামাধব রমানাথকে আমদানী মালের ওজন লিখিবার ভার দিলেন। কিন্তু রমানাথ দুইদিন মাত্র গুদামে ওজন লিখিতে গিয়া আর সে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিল না, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলা নিতান্ত অন্যায় জানিয়া তাহাতে দ্বিরুক্তি করিল না। রাধামাধব জানিতেন যে ওজন সরকারের অধীনে যে ব্যক্তি

ওজন লিখিয়া থাকে তাহার কিছু প্রাপ্য আছে, এই জন্যই তিনি রমানাথকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দেওযাইবার জন্য সেই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে সে তাহাতে সন্তুষ্ট নহে, তখন ভাবিলেন রমানাথ উচ্চাকাঙ্ক্ষ, বোধ হয় বেশী আয়ের প্রত্যাশী। কিন্তু তাহার স্বভাবের উপর রাধামাধবের যে বিশ্বাস টুকু ছিল এই সন্দেহে তাহা টলাইতে পারিল না, তাহার বিশেষ পরিক্ষার প্রয়োজন হইল। তাহার পরদিনই মাল ওজনের সময় তিনি গুদমের উপরের একটী ঘরে গিয়া প্রচ্ছন্নভাবে বসিয়া শুনিলেন যে রমানাথ ওজন সরকার ও ব্যাপারীদের উপদেশমতে মিথ্যা ওজন শিখিতে নিতান্ত নারাজ।

এই দিনেই সওদাগর আপিষ হইতে কয়েক খানি বিলের টাকা আনিবার দিন ছিল, তাহার পূর্ব্বে মুচ্ছুদ্দি বাবু রমানাথকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন, এজন্য রাধামাধব তাহাকেই সাহেব বাড়ীতে পাঠাইলেন। মুচ্ছুদ্দী বাবু রমানাথকে দেখিয়া বড় খুসী হইলেন, কেসিয়ারকে বলিয়া দিলেন অগ্রে রাধামাধব বাবুর লোককে টাকা দেওয়া হয়, আর রমানাথকে বলিলেন—টাকা লইয়া যাইবার সময় তাঁহার সহিত একবার দেখা করিয়া যায়। রমানাথ কেশিয়ারের নিকট টাকা লইয়া মুচ্ছুদ্দী বাবুর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন,—"রমানাথ, তুমি বাবুর কাছে কত বেতন পাও?"

রমা। আজ্ঞা, বেতনের কোন কথা স্থির হয় নাই।

মুচ্ছু। তবু কত আন্দাজ পাবে আশা কর?

রমা। তিনি যা দেন।

মুচ্ছু। একটা আন্দাজ?

রমা। তাই বা কেমন করে বলবো, সবে এই তিন চার দিন কাজ কর্‌চি।

মুচ্ছু। এত দিন বেকার ছিলে?

রমা। আজ্ঞা না—ফাবটা ফরমাস্‌টা খাট্‌তাম, আর লেখা পড়া শিখ্‌তাম।

মুচ্ছু। তবে ২।৪ টাকার বেশী আর আশা নাই?

রমা। তা, তার মর্‌জি।

মুচ্ছু। তুমি এক কাজ কর, আমার কাছে এস, তোমাকে মাসে ১০।১২ টাকা পোষাইয়া দিব।

রমা। [নীরব।]

মুচ্ছু। আচ্ছা, ১৫।১৬ টাকা দিইযে দিব।

রমা। আজ্ঞা, তার কাছ ছাড়লে সুখী হ'তে পার্‌বো না।

মুচ্ছু। কেন? তোমাকে যে রকম দেখ্‌ছি তা'তে বোধ হয় তুমি আমার কাছে থাক্‌লে শীঘ্র একজন বড় লোক হবে। আমার বড় ইচ্ছা যে তোমাকে কাছে রাখি, কাজ কর্ম্ম শিখাই।

রমা। আজ্ঞা,—রাধামাধব বাবু আমায় নিরাশ্রয়ে আশ্রয়; আমি জানি তিনি আমাকে ভাল বাসেন,—

এই কথা গুলি বলিবার সময় বুঝা গেল যে রমানাথ রাধা মাধব বাবুর নিকট হইতে আসিতে যারপর নাই দুঃখিত। মুচ্ছুদ্দিবাবু আর অধিক অনুরোধ করিলেন না। রমানাথ তাঁহাকে

নমস্কার করিয়া বিদায় লইল। পরে এই সকল কথা রাধা-মাধবের কর্ণগোচর হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দিন কতক পরে রমানাথের গুদমে ওজন লেখার কার্য্য গেল, টাকা কড়ির কাজ হাতে আসিল। এখন হইতে রমানাথকে সাহেব বাড়ী যাইতে হয়, বড় বড় মহাজনদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে হয়, হাত দিয়া অনেক টাকা আসে যায়। রাধামাধব বাবুর পুরাতন কর্ম্মচারীরা তাহাতে সন্তুষ্ট নহে। সাক্ষাতে না হউক অসাক্ষাতে সকলেই বলে "কর্ত্তা একাজটা ভাল করেন না, একটা ছোঁড়ার হাতে তহবিল। তাই ভাল ঘরেনা হউক, তাও নয়, কোথা ঘর, কোথা দোর তার ঠিক ঠিকানা নাই। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, শেষে কিন্তু হায় হায় কত্তে হবে।"

রমানাথ দিবারাত্রি পরিশ্রম করে, তিন চারিটা সরকারের খাটনি খাটে, গদিতে আসিয়া একটা পাকা মহুরীর কাজ করে। রাধামাধব রমানাথের কাজ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবার বিশেষ কারণ এই যে তাঁহার অনুমিতি শক্তির সফলতা। তিনি যে দিন যে ক্ষণে রমানাথকে প্রথম দেখেন, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিয়াছিলেন যে রমানাথ একজন চতুর চালাক অথচ ধর্ম্মভীরু লোক হইবে। এখন কাজে তাহাই দাঁড়াইতেছে। রমানাথের পরিশ্রম এবং কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া

একদিন রাধামাধব বলিলেন, "রমানাথ, এখানে সেখানে যাতায়াতে অনেক মেহনত হয়, তুমি এবার হতে আমার গাড়ী নিয়ে যেও।"

রমানাথ তাহাতে উত্তর করিল,—"আপনি ও আজ্ঞা করিবেন না, আমরা গৃহস্থ ঘরের ছেলে, ছেলে বেলা থেকে আমাদের পরিশ্রম করা অভ্যাস, গাড়ী চড়া একবার অভ্যাস হয়ে গেলে আর এক পা হাঁট্‌তে ইচ্ছা হবেনা, বাধ্য হবে হাঁট্‌তে গেলেও কষ্ট হবে।"

এই কথায় রমানাথের প্রভু একটু অপ্রতিভ হইলেন, অপ্রতিভ হইবার আর কোন কারণ ছিল না, কেবল এই যে তাহার মন যেরূপ উন্নত তাহাতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে রমানাথকে এমন আশ্বাস দেন যে তাহাকে আর হাঁটিয়া বেড়াইতে হইবে না। কিন্তু হঠাৎ এরূপ একটা গুরুতর কথা মুখ দিয়া বাহির করিয়া যদি না তদনুযায়ী কাজ করিতে পারেন, তবে বড় দুঃখের বিষয় হইবে। এই ভাবিয়া তিনি একটু লজ্জিত হইলেন। রমানাথের সহিত তাহার প্রভুর যখন যে কথা হয় তাহা প্রায় গোপনে নয়, সর্ব্ব সমক্ষেই হইয়া থাকে, এজন্য অন্যান্য কর্ম্মচারীদের তাহাতে বড় ঈর্ষা হয়। শুধু ঈর্ষা নয়, তাহারা স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করে কিসে রমানাথ অপমানিত হইয়া বিদায় হয়। কিন্তু সে বিন্দুমাত্র স্বার্থকে মনে না রাখিয়া প্রভুর কাজ করিয়া থাকে; প্রভুর মঙ্গলে আপনার মঙ্গল জ্ঞান করে। এরূপ স্থলে প্রভুর বিরাগভাজন হইবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। ক্রমে রমানাথের অসাধারণ প্রভুভক্তি তাহাদের দারুণ দুঃসহ

হইতে লাগিল। রমানাথ যেমন প্রভুভক্তি পরায়ণ, তাহার প্রভু রাধামাধবও তেমনি ভৃত্যবৎসল। রমানাথের ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর স্নেহাতিশয্যও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অন্যান্য ভৃত্যেরা যে রমানাথকে ঈর্ষা করে রাধামাধব তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন।

এই সময়ে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে রাধামাধব একটি কয়লার খনি ক্রয় করেন। এই নূতন সম্পত্তিটির বন্দোবস্ত করিবার জন্য তিনি রমানাথকে তথায় পাঠাইবার ইচ্ছা করিলেন। রমানাথও কোন কাজে পশ্চাৎপদ হইবার লোক নহে, তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল। উপযুক্ত সম্ভ্রমের সহিত রমানাথ রাণীগঞ্জ রওনা হইল। এই সময়ে রমানাথের বয়স আন্দাজ বাইশ তেইশ বৎসর। বিশ্বাসী এবং কার্য্যক্ষম হইলেও রাধামাধব তাহাকে বলিয়া দিলেন যেন সর্ব্বদা সাবধানে থাকা হয়, এবং যে দিন যে কাজ করা হইবে তাহা ডাকযোগে লিখিয়া পাঠান হয়, কোন বিষয় বুঝিতে না পারিলে কলিকাতা হইতে উপদেশ লিখিয়া পাঠান হইবে। রমানাথ প্রভু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া গমন করিল। সেখানে পৌঁছিয়া যে ব্যক্তির হাতে কয়লার খাতের ভার ছিল তাহার নিকট রমানাথ হিসাব বুঝিয়া লইতে লাগিল। কয়লার খাতে যে প্রকার লাভ লোকসান অন্যান্য মহাজনদিগের নিকট রমানাথ সে সকল জানিয়া লইয়াছিল, সুতরাং পূর্ব্বকর্ম্মচারীর অনেক চুরি ধরা পড়িল। সে ব্যক্তি তখন রমানাথকে কিঞ্চিৎ বন্দোবস্ত দিয়া হস্তগত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে সুফল ফলিল না।

যেখানে রাধামাধব বাবুর কয়লার কুঠী, সেখানে লোকালয় ছিল না, কেবল বড় বড় ময়দান। তাহাদেরই নীচে বড় বড় খাত। কুঠীর সম্মুখে একটী স্বচ্ছ পুষ্করণী,—তাহার চারিধারে কতকগুলি ঝাউগাছ,—তাহাদের মধ্যে মধ্যে দুই চারিটী শিশুগাছ। স্থানটী বেশ রমণীয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। দিবাভাগে কুলীকামিনী * দর্শক ক্রেতার গোলমালে স্থানটী হাটবাজার, এমন কি ছোটখাট একটী সহর বলিয়া ভ্রম জন্মে, কিন্তু রাত্রিকালে কুঠীর কয়েকজন চাকর দ্বারবান ব্যতীত জনমানবের সমাগম থাকে না। রমানাথ সবে পাঁচ সাত দিন মাত্র কুঠীতে থাকিয়া কর্ম্ম কাজ করিতেছে, এমন সময় একদিন রাত্রি দশটার পর হিসাব পত্র সারিয়া আহার করিতে যাইবে, এমন সময় একজন কুঠীর চাকর তাহাকে বলিল—"বাবু, দেখছো কি, আজ বড় বিপদ, শীগ্‌গীর করে চারটী খেয়ে নাও—ভগবান আর বুঝি তোমাকে এ কুঠীতে ভাত খেতে দিবেন না।"

রমা। কেন—কি হয়েছে বল দেখি?

চাক। বাবু, আজ তোমাকে খুন কর্‌বে।

রমা। কে রে?

চাক। কে জানে বাবু, কল্‌কাতা থেকে কে দুজন এসেছে।

রমা। সে কি রে?

চাক। তাইত বাবু শুনে আস্‌চি, কথাটা কাণে লেগে

---

*কুলীরমণীদিগকে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে "কামিনী" আখ্যা দিয়া থাকে।

যেন সর্ব্ব শরীরটা কাঁপিয়ে দিলে। মনে ভাবলাম এমন ভাল মানুষ বাবু কখন আমাদের কুঠীতে আসেনি, আহা বাবু আমাদের গরিবের মা বাপ। দস্তুরী পার্ব্বণী মাথটের দায়ে কুলী কামিনীরা বেঁচে গেছে। বৌ বেটী নিয়ে সুখে আছে। একটী দিনের জন্যে কারো গায়ে হাত পড়েনি।

রমা। কার কাছে শুনলি?

চাক। কুঠীর পুরাণ বাবু সেই দুজনকে নিয়ে কোথা লুকুতে গেল।

রমানাথ আহার করিতে বসিল বটে, কিন্তু এই কথা শুনিয়া অন্ন মুখে উঠিল না। পাচক ব্রাহ্মণ বড় কুণ্ঠিত হইল। রাণীগঞ্জ অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ রন্ধনে স্বভাবতই কিছু অপটু। বিশেষ তখনকার কালে। সহরের বাবুরা স্বভাবতঃ একটু ভাল খান, ভাল পরেন। ব্রাহ্মণ আপনার ত্রুটী স্বীকার করিয়া রমানাথের নিকট ভবিষ্যতের জন্য ক্ষমা চাহিল। ব্রাহ্মণের ব্যাকুলতা দেখিয়া রমানাথ ততোধিক ব্যাকুল ভাবে বলিল— "ঠাকুর আপনার ত্রুটী নাই. আমার নিজের মনটা আজ বড় ভাল নয়।"

রমানাথ ভাবিল রাত্রিকালেই অন্যত্র যাইয়া জীবন রক্ষা করে, কিন্তু পূর্ব্বে শুনিয়াছিল সে দেশে রাত্রিকালে বড় ভালুকের ভয়। সুতরাং পলাইয়া বাঁচিবারও সহজ উপায় নাই। নিতান্তই স্থির হইল রাত্রিতেই মরিতে হইবে। জন্মিলে মরিতে হয় একথা সকলেই জানে, কিন্তু প্রাণের ভয় উপস্থিত না হইলে অতি অল্প লোকেই তাহার ভাবনা করিয়া থাকে।

সংসারের লোকে সহজ অবস্থায় দিনান্তে যদি একবারও ভাবে যে তাহাদিগকে মরিতে হইবে, তাহা হইলে আর তাহাদের মরিবার ভয় বা ভাবনা থাকে না, রমানাথের মনেও মরণের ভয় অতি অল্পই ছিল, কেননা সে মনে জানে জানিত এক দিন এক মুহূর্ত্তের জন্য কোন পাপকার্য্য দূরে থাকুক, তাহার চিন্তাকেও মনোমধ্যে স্থান দেয় নাই। তবে অযত্নে অপঘাতে জীবন যাইবে ইহার জন্য সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু রমানাথ সে বিষয়ের কোন সদুপায় চিন্তা করিতে না পারিয়া ভাবিল সৎকর্ম্ম করিয়া যদি জীবন যায়, তাহা হইলে আক্ষেপ করিবার কি আছে। ঈশ্বরেরও সেরূপ অভিপ্রায় নয়। তবে আক্ষেপ এই যে মহৎব্রতে ব্রতী হইয়া দেশত্যাগী হইলাম তাহার কিছু হইল না। কি করিব, পিতামাতা, ভাই ভগ্নী, বন্ধু বান্ধবেরাও আমার দুরদৃষ্টের ভাগী হইলেন।

এইরূপ নানা ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে রমানাথ শয়ন গৃহের দ্বার বন্ধ করিল। শয়ন করিল। চক্ষে নিদ্রা আসিল না। বাহিরে কোন শব্দ হইলেই তাহার মনে হইতে লাগিল যেন কেহ কোন দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য আসিতেছে। বসন্ত কালের মৃদুমন্দ সমীরণ ধীরে ধীরে গাছের কচি কচি পাতা গুলিকে দোলাইতেছিল, তাহাতে রমানাথের মনে হইল যেন বাহিরে কেহ পরামর্শ করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এইবার তাহারা আসিয়া দ্বারে ধাক্কা দিবে। কিন্তু এইরূপে অনেকক্ষণ গেল, তাহার পরে বাহির হইতে কে একজন বলিল "রমানাথ কপাট খোল।" এইবার রমানাথের সাহস ধরিল,—

বলিল,—"খুলি কিন্তু জানিবে যে সৎকার্য্যের জন্য আমার জীবন গেলে তোমাদের ভাল হবে না।"

আগ। রমানাথ ভয় নাই,—ভগবান তোমার আশ্রয়, কপাট খোল, আমি কে তুমি চিনিতেছ না?

রমা। আজ্ঞা না, আপনি কে না বল্‌লে কপাট খুল্‌চি না।

আগ। আমি রাধামাধব, কপাট খোল, কার সাধ্য তোমার মত সাধুর অমূল্য জীবনে আঘাত করে।

এই কথায় রমানাথের হৃদয়ে কি একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবের উচ্ছ্বাস উঠিল, সেই উচ্ছ্বাস হৃদয় হইতে উঠিয়া কণ্ঠ পর্য্যন্ত সমান বেগে বহিয়া তাহার কণ্ঠ রোধ করিল। সে প্রাণ খুলিয়া সেই হৃদয়োচ্ছ্বাস নির্গত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার একটী কথাও বুঝিতে পারা গেল না, কেবল এই অব্যক্ত শব্দ যেন কাহাকে অজস্র ধন্যবাদ দিতেছে। কপাট খুলিল,—রাধামাধব গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন রমানাথের চক্ষু, গণ্ডস্থল, হৃদয় অশ্রুধারায় প্লাবিত। রাধামাধব বাবু তাহার অশ্রু মোচন করিয়া দিলেন, বলিলেন,—"ভয় নাই, কেঁদ না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাধামাধব বাবু সর্ব্বাংশেই লোক উত্তম কিন্তু যে কারণে সকল রাত্রিতে রজনীভূষণ চন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া যায় না, স্বভাবে চির বসন্ত নাই, কামিনী মাত্রেই সরলা নহে, মনুষ্য

জীবনের প্রধান ধন ধর্ম্ম সকল লোকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই কারণে রাধামাধব বাবু স্ত্রৈণ্য—স্ত্রীর বশীভূত,—সমস্ত সংসার এক দিকে স্ত্রী অপর দিকে। স্ত্রী যাহা বলিবেন তাহাই তাঁহাকে করিতে হইবে। সেই স্ত্রীর ভ্রাতা তাঁহার ব্যবসায়ের অধ্যক্ষ। সুতরাং তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে। রমানাথ কয়লার খাত করিতে আসিয়া যে সকল চুরি ধরিয়া দেয়, তাহাতে রাধামাধবের কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় নির্লিপ্ত ছিলেন না। রমানাথ স্পষ্টতঃ এমন না লিখিলেও কয়লার খাতের পুর্ব্বাধ্যক্ষের কৈফিয়তে তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। রাধামাধব বাবুও টের পাইয়া ছিলেন। রমানাথকে হত্যা করিবার উদ্যোগে শ্যালক বাবুর সংশ্রব ছিল। রাধামাধব যে দিন কলিকাতা ছাড়িয়া রাণিগঞ্জ আইসেন, সেই বৈকালে তাঁহার শ্যালক তাঁহাকে বলে যে রাণীগঞ্জের লোক গুলো বড় অসভ্য কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শূন্য, প্রতিহিংসার জন্য তাহারা মরিবার বাঁচিবার ভয় রাখে না, কয়লার কুঠীর সাবেক কর্ম্মচারী ষড়যন্ত্র করিয়াছে. বোধ হয় রমানাথকে বা খুন করে।

রাধামাধব বাবু এই কথায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন এখন পর্য্যন্ত তিনি রমানাথের হত্যার নিশ্চিত কোন সংবাদ রাখেন কিনা, তাহাতে জানিতে পারেন যে এখনও হয় নাই, কল সত্বর হইবে। এজন্য তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে রাধামাধব বাবু রওনা হইয়া রাত্রি এগারটার সময় কুঠীতে উপস্থিত হয়েন। সেদিন রাত্রিতে তিনি কুঠীতে অবস্থিতি করিলেন, কাজ কর্ম্ম দেখিলেন, দেখিয়া বড়ই

সন্তোষ লাভ করিলেন, এক খানি চিঠি দিয়া রমানাথকে বলিলেন তুমি কানপুর যাও, কানপুরের মহাজন হরবংশ লাল বড় ধনী, আমার পরম বন্ধু. আজ কয়েক দিন হলো আমাকে একজন ইংরেজী জানা বিশ্বাসী লোক চেয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর ঘি চিনি ভূসী মালের কারবার ছাড়া বিলাতের সহিত আমদানী রপ্তানীর কাজ আছে, সেই কাজেরই অধ্যক্ষ হয়ে থাকতে হবে। সেখানে তোমার শীঘ্র ভাল হবে। আমার মত কারবার তোমার উন্নতির প্রশস্ত ক্ষেত্র নহে।"

প্রভুর কথা শুনিয়া রমানাথের মনে কিছু দুঃখ হইল। রাধামাধব তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"রমানাথ তোমার অপেক্ষা আমার দুঃখ হচ্চে, আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে সমস্ত কারবারের অংশী কর্‌বো, আমারও বয়স হয়েছে, ছেলে পিলে হলোনা, দুইটী কন্যা,—তারা বড় হবে, তাদের হতে আমার উত্তরাধিকারী হবে, আমার কাজ কর্ম্ম চলিবে এ আমার দুরাশা! শেষ দশাটা তোমা হতে আমি সুখী হতে পারবো, এ আশাটা ছিল, কিন্তু দেখ আমার সংসার তেমন নয়, যে সকল লোক নিয়ে আমার কাজ কর্ম্ম করা তাদের হতেই আমার সর্ব্বনাশ হবে, আর শেষ তোমার প্রাণ যাবে, তায় আমিও সুখী হতে পারব না। তোমার যে সকল গুণ আছে, তুমি এক জন বড় লোকের কাছে থাকলে সত্বর তোমার ভাল হবে। তুমি দুঃখ করোনা, কানপুর যাও, সেখানে গিয়ে কেমন থাক সর্ব্বদা আমাকে লিখে পাঠাবে।"

রমা। আমার প্রাণ যায় তথাপি আপনার ন্যায় প্রভুর

কাছ ছাড়া হবো না। অতুল ঐশ্বর্য্য লাভের আশা থাকলেও আপনার মত প্রভু মিলিবার নহে। আপনি আমাকে এত বড় কাজ না দিয়া যেরূপ রাখিবেন আমি তাহাতেই সন্তোষ থাকিব। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করবেন না।

রাধা। রমানাথ, তুমি এখনও বালক, আমার অবস্থা তুমি ভালরূপে বুঝিতেছ না, আমাকে যদি তোমার প্রকৃত হিতৈষী বলে মনে হয়ে থাকে তবে যাহা বলি তাহা শোন, কানপুর যাও।

এই কথা শুনিবার সময় রাধামাধব বাবুর চক্ষু দুইটী ছল ছল করিতে লাগিল। রমানাথ বুঝিল আর তাহার দ্বিরুক্তি করা উচিত নয়। তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করিয়া কানপুর না যাইলে প্রকৃত প্রস্তাবেই তিনি দুঃখিত হইবেন, অতএব সে কানপুর যাইতে স্বীকার করিল। সেখানে যাইবার সমস্ত আয়োজন করিয়া দিয়া রাধামাধব বাবু সহস্র মুদ্রার একখানি করেন্সি নোট তাহার হস্তে দিলেন, রমানাথ তাহা লইতে অস্বীকার করিল, কিন্তু রাধামাধব বাবু ছাড়িলেন না, নোটখানি রমানাথের পোর্টমেন্টের ভিতর রাখিয়া আপনি চাবি বন্ধ করিয়া তাহার হাতে চাবি কাটিটী দিলেন। রাধা-মাধব বাবু রমানাথকে সঙ্গে করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে গেলেন, রমানাথকে কানপুরের এক খানি টিকিট কিনিয়া দিয়া আপনি কলিকাতা রওনা হইলেন। তাহার পরে পশ্চিমের গাড়ী আসিল, রমানাথ কানপুর যাত্রা করিল।

যে আপনি সৎ সে প্রায়ই অন্যের অপ্রিয় হয় না। তবে সংসারে এমন অনেক লোক আছে যাহারা ঘরে এক খানি

মন্দ ছবি রাখিতে চায় না, কিন্তু পাড়া প্রতিবাসী, আত্মীয় স্বজন দিগকে অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহাদের দুঃখ দগ্ধ মুখ দেখিতে ভাল বাসে, এরূপ কিম্ভূত কিমাকার প্রকৃতির লোকের কথা বলা যায় না। রমানাথ কানপুরে পৌছিয়া হরবংশ লাল বাবুকে রাধামাধব বাবুর চিঠি দেখাইবামাত্র তিনি তাহাকে যথেষ্ট আদর যত্ন করিলেন, আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, রাত্রিকালে কর্ম্ম কাজের কথাবার্ত্তা কহিয়া রমানাথকে কারবারী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। ফল কথা হরবংশ লাল বাবু রমানাথকে পাইয়া বিলক্ষণ খুসী হইলেন বুঝিতে পারা গেল।

পরদিন হইতে রমানাথ কাজে বাহির হইতে লাগিল, বিলাতের মহাজনদিগকে চিঠি পত্র লেখা, মাল আমদানী রপ্তানীর কাজে তাহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি জন্মিল, সহরের কত বাঙ্গালী, ও বড় বড় হিন্দুস্থানী লোক তাহার নাম শুনিয়া আলাপ করিয়া বিলক্ষণ সুখী হইল, অল্প দিনের মধ্যেই রমানাথ বাবুকে কানপুরের মধ্যে কাহারও চিনিতে বাকী রহিল না। রমানাথ বেচাকেনা করিবার সময় ক্রেতা ও বিক্রেতার মন যেমন ভিজাইত, তেমনি সাধারণ ভদ্রলোকের সহিত কথা বার্ত্তা আলাপ পরিচয়ে তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিতে পারিত। রমানাথ ছেলের সঙ্গে ছেলে, বুড়ার সঙ্গে বুড়া, যুবার সঙ্গে যুবা, যে যেমন তাহার কাছে তেমন। সদা প্রফুল্ল চিত্ত,— হাসিটী মুখে লেগেই আছে। কাণপুর সহরের সকল লোকেই তাহাকে যার পর নাই মিশুক বলিয়া জানিত। হরবংশ লালের ব্যবসায়ের প্রায় ত্রিগুণ উন্নতি।

রমানাথের কথা বার্ত্তা ও সততায় বশীভূত হইল, সাহেব-রাও তাহার দোকানে আসিত, জিনিস কিনিত, পূর্ব্বে কখন হরবংশ লালের দোকানে সাহেবের পদ ধূলি পড়ে নাই, এ একটা মহা গৌরবের কথা, সহরের মধ্যে একমাত্র হরবংশ লালেরই সাহেব খরিদ্দার।

হরবংশ লালের যে কারবার এতফালাও, দোকানের যে এত ধুমধাম সে রমানাথ হইতে একথা সহর শুদ্ধ লোক স্বীকার করিত। হরবংশ লালের বিপক্ষদিগের কাছে কেহ তাহার দোকানের জাঁক জমকের কথার উল্লেখ করিলে তাহারা বলিত যত কিছু রমানাথের গুণে। ক্রমে একথা হরবংশ লালের কানে উঠিল। সে তাহাতে বড় সুখী নয়, রমানাথের নাম ডাক যাহাতে কমিয়া আইসে, তজ্জন্য তাহার ক্ষমতা হরবংশ লালের কতকটা নিজের হাতে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, দোকানের বেচা কেনার ভার আপনার পুত্রের হাতে দিল, ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সহিত আপনি বন্দোবস্ত করিতে লাগিল, রমানাথকে কেবল চিঠি পত্র লিখার কাজে রাখিল। নির্ব্বোধ হরবংশ লালের বুঝিবার ভুল, উপযুক্ত লোকের হাতে না হইলে ক্ষমতার অপব্যবহার হইয়া থাকে একথা সে বুঝিত না! রাখালে রাজ্যভার বহন করিতে পারিলে পৃথিবীর সকল লোকেই রাজা হইত, অশ্বের কাজ গর্দ্দভে করিতে পারিলে অশ্বের এত আদর থাকিত না। দিনে দিনে হরবংশ লালের কারবার মাটি হইতে লাগিল। তাহার আর শুধরাইবার উপায় রহিল না। রমানাথ অশেষ প্রকারে বুঝাইল, সে কিছুতেই বুঝিল না, মনে ভাবিল রমানাথের স্বার্থ আছে।

সুতরাং সে হরবংশ লালকে পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া এক দিন একমুহূর্ত্ত জন্য তাহার কাছে থাকিতে রমানাথের প্রবৃত্তি হইল না। সকলে তাহাকে যুক্তি দিল, সে পৃথক বাড়ী লইয়া কারবার চালায়, এমন কি অনেকে তাহাকে প্রচুর মূলধন দিতেও অঙ্গীকার করিল, কিন্তু তাহাতে স্বীকৃত হইল না, তাহার কোন মতেই এমন কাজে ইচ্ছা নয়, যাহাতে হরবংশ লালের ক্ষতি হয়। শেষে রমানাথের কানপুরস্থ একটি বন্ধুর নিকট বুন্দেল-খণ্ডের এক রাজা কার্য্যোপলক্ষে আইসে, তিনি রমা-নাথের বিশ্বস্ততা ও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া তাহাকে আপন রাজধানীতে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। রমানাথ তাহার বন্ধুর অনুরোধে রাজার সঙ্গে গমন করিল। বুন্দেল খণ্ডে গিয়া রমানাথ রাজদরবারে একটা বড় কাজ পাইল এবং আপনার অভ্যস্ত সদ্গুণ গুলি ব্যবহার করিবার সুবিধা পাইলেই মহত্ত্বের পরিচয় দিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রমানাথের গুণের পরিচয় পাঠককে বোধ হয় আর অধিক কিছু দিতে হইবে না। গুণবানের আদর সর্ব্বত্র। তাহার বর্ত্তমান প্রভু রাজা মহীপৎ সিং তাহার সদাচরণে বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। রাজসংসারে রমানাথের প্রাধান্য দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজা বয়স্থ, রাজপুত্র কুমার সুজন সিং রামানাথের প্রায় সমান বয়স্ক। রাজা

রমানাথকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, কুমার সখাভাবে রমানাথের সনিষ্ট ছিলেন। রমানাথ যথাকালে রাজ কার্য্য করিতেন অবকাশ কালে কুমারের সহবাসে বড় প্রীত হইতেন। রাজ-কুমারের স্বভাবটী বড মধুর, তিনি মাতৃভাষার উপর কিছু ইংরেজী জানিতেন এবং রমানাথের নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বাঙ্গালাও শিখিতেছিলেন। কিছু দিন রমানাথের সঙ্গে থাকিয়া রাজকুমার রমানাথের মহৎ চরিত্রের বিলক্ষণ পরিচয় পাইলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগি-লেন। রাজা মহীপৎ সিং সেকেলে ধরণের হিন্দুস্থানী রাজা। তাঁহার প্রকৃতি শীতোষ্ণ, অম্ল মধুর, কটু কষায়,যখন যেমন তখন তেমন, এক কথায় নরম, এক কথায় গরম, খোসামোদের বড় বাধ্য, চাটুকারকে যুধিষ্ঠির বলিয়া বিশ্বাস। চাটুকার সহস্রাপ-রাধে অপরাধী হইলেও মার্জ্জনীয়; সুতরাং সত্যের সমাদর রাজাবাহাদুরের নিকট যে কতটা রক্ষা পাইত তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। তবে যে রাজবাড়ীতে রমানাথের মত সত্যব্রত লোকের সমাদর এত দিন রক্ষা পাইতেছে তাহা কেবল কার্য্য ক্ষেত্রে তাহার পরীক্ষা হয় না বলিয়া।

রাজা মহীপৎ সিংহের রাজ্যে বহুমূল্য প্রস্তরের কয়েকটি খনি ছিল। সে গুলি প্রতি বৎসর ঠিকা বিলি করা হইত। এরূপ করারে ঠিকা দেওয়া হইত যে ভূযানীর ও তাহার ক্ষুদ্রা-কারের যত প্রস্তর সমস্তই ঠিকাদারের,আর তাহার বড় হইলেই রাজার। কিন্তু যতদিন হইতে এইরূপ বন্দোবস্ত চলিতে ছিল, তাহার মধ্যে রাজকোষে এক খানি প্রস্তরও সমাগত হয় নাই। কিন্তু ব্যবসায়ীরা রাজার নিকট যে সকল প্রস্তর

বিক্রয় করিতে আনিত, তাহাদের অধিকাংশই বিলক্ষণ বড় ও জ্যোতিষ্মান্ অথচ সে গুলি তাঁহার অধিকৃত খনি হইতেই উত্তোলিত। বলা বাহুল্য যে রাজার নিযুক্ত একজন পুষ্ট বেতন ভুক্ কর্ম্মচারি সেই সকল খনির তত্ত্বাবধারণ জন্য নিয়ত তথায় অবস্থিতি করিতেন। তথাপি এরূপ প্রবঞ্চনার প্রতিকার যে কেন হইত না তাহা বোধ হয়, রাজা বাহাদুরের স্বভাবটার বিষয় অবগত হইয়া, পাঠকগণ আর জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বোধ করিবেন না।

ক্রমে মহীপৎ সিংহের কতকটা চৈতন্য হইল, তিনি স্থির করিলেন যে কোন উপায়ে হউক জহরতের খনির একটা সু-বন্দোবস্ত করিবেন। বন্দোবস্ত করিতে হইলেই নূতন লোকের প্রয়োজন,—কিন্তু পুরাতন কর্ম্মচারীর দোষ না ধরিয়া জবাব দেওয়া যাইতে পারেনা এজন্য তিনি রমানাথকে ডাকিয়া বলিলেন যে তাঁহাকে জহরতের খনির চুরি ধরিতে যাইতে হইবে। রমানাথ বিনীতভাবে অস্বীকার করিয়া বলিলেন যে যাহাতে একজনের "রুটিমারা" যাইবে এমন কাজ করিতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক। কিন্তু রাজা তাঁহাকে ছাড়িলেন না, অগত্যা রমা-নাথকে তাহা স্বীকার করিতে হইল।

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত "পান্না" নামক স্থানে হীরক, চুনি, পান্না প্রভৃতি, বহুমূল্য প্রস্তরের অনেক গুলি খনি আছে এই স্থানে বুন্দেলখণ্ডের সকল রাজারই কিছু কিছু ভূসম্পত্তি আছে এবং সেই সকল স্থানে রত্ন উত্তোলিত হইয়া থাকে। রমানাথ রাজাজ্ঞায় "পান্না" যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলেন জহ-

রত্নের খনির অবস্থা বড় শোচনীয়। ঠিকাদার ও রাজার কর্ম্মাধ্যক্ষই যেন সেখানকার প্রকৃত স্বত্বাধিকারী। তাহারা যা ইচ্ছা তাই করে, কুলী মজুর ও অধস্তন কর্ম্মচারীদিগকে যার পর নাই কষ্ট দেয়। তাহারা উপযুক্ত বেতন পায়না, সমস্ত দিন খাটিয়াও আপনাদের উদরান্ন লাভে বঞ্চিত। সামান্য অপরাধে গুরুতর দণ্ডভোগ করে। এরূপ স্থানে অশিক্ষিত লোকের নিকট সতত প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র। তাহাদের মধ্যে যে অতি চালাক চতুর সেই সুবিধা পাইলে বহুমূল্য প্রস্তর আত্মসাৎ করে। তাহার পর ঠিকাদার দিগের চাকরেরা ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় আপনাদিগের লাভের দিকে দৃষ্টি রাখে। ঠিকাদার ও রাজকর্ম্মচারী সিংহস্বভাব দারুণ অর্থ পিপাসু হইলেও অন্যের উপর নজর দেন না। এরূপ স্থলে রাজার রাজস্বও বজায় রাখা নিতান্ত অসম্ভব।

রমানাথ সর্ব্বাগ্রে উপরোক্ত দুঃস্থ কুলীর দুর্দ্দশা মোচনে যত্নবান হইলেন, তিনি রাজাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে প্রকৃত প্রস্তাবে লাভের প্রত্যাশা করিতে হইলে কুলীমজুর দিগের বেতন ও অবস্থার প্রতি একটু নজর করিতে হইবে। তাহারা যেরূপ দুঃখে কালাতিপাত করে, তাহাতে তাহাদিগের মত লোকের যে লোভ সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারে কোনমতে এমন বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, তাহাদিগকে সৎ এবং ধর্ম্মভীরু করিতে হইলে তাহাদের অন্যান্য অভাব মোচনের পূর্ব্বে যাহাতে তাহাদের অন্ততঃ অকষ্টে খাওয়া পরা চলে এরূপ করিতে হইবে। তদতিরিক্ত সময়ে সময়ে কিছু কিছু পারিতোষিক দেওয়া আবশ্যক। নতুবা আশানুরূপ কাজ পাওয়

যাইবে না। রমানাথের এই পত্র পাইয়া রাজা তাহাতে সম্মতি দিলেন। তাঁহার হুকুম পাইয়া কুলীবন্ধু রমানাথ স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কুলীমজুররা তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু অন্যান্য কর্ম্মচারীরা যারপর নাই বিরক্ত হইল। এমন কি সেজন্য তাঁহার জীবনহানির পর্য্যন্ত চেষ্টা হইয়াছিল কুলীদিগের যত্নেই কেবল তাহা হইতে পার নাই।

এইরূপে রমানাথের একবৎসর কাল জহরতের খনিতে কাটিয়া গেল, এই সময়ের মধ্যে দুইখানি প্রস্তর পাওয়া গেল, সেগুলি নির্দ্দিষ্ট আকার অপেক্ষা বড়। এক একটী প্রায় সিকির মত। রমানাথ যারপর নাই আনন্দ লাভ করিলেন। এক বৎসর রাজধানী ছাড়া, উপযুক্ত সুবিধা উপস্থিত, মনে করিলেন প্রস্তর দুইখানি স্বয়ং লইয়া রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া তিনি রাজধানীতে যাত্রা করিলেন।

রমানাথ যখন প্রথম বুন্দেলখণ্ডে আইসেন তখন উমীচাঁদ নামক একজন মহাজনের সহিত আলাপ হয়, উমীচাঁদ তাঁহাকে প্রচুর সুদের লোভ দেখাইয়া তাঁহার যাবতীয় সঞ্চিত অর্থ হস্তগত করে, এমন কি মাসে মাসে তিনি যে দুইশত টাকা বেতন পাইতেন তাহাও উমীচাঁদকে বরাত দেওয়া ছিল, উমীচাঁদ সেই টাকা রাজবাড়ী হইতে আদায় করিয়া লইত। মফস্বলে থাকিবার জন্য তাঁহার যে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া বন্দোবস্ত ছিল তাহাতেই মাসকাবারী খরচ চলিত। তিনি পান্না হইতে রাজধানীতে আসিয়া অগ্রে উমীচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখন রাত্রিকাল, রমানাথ পান্নার জহরতের খনি সম্বন্ধে উমী

চাঁদকে সকল কথাই বলিলেন এবং দুইখানি বহুমূল্য প্রস্তর দেখাইলেন। উমীচাঁদ রমানাথকে চিনিতে পারে নাই। প্রস্তর দুই খানি দেখিবামাত্র বলিল "এ দুইখানি রাজাকে দেখাইবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার নিকট তদ্রূপ অনেক নিকৃষ্ট প্রস্তর আছে, তাহাদেরই মধ্য হইতে বাছিয়া দুইখানি রাজাকে দিয়া আমরা এদুই খানি বিক্রয় করিলে বহুমূল্য পাওয়া যাইবে, এমন কি তাহা হইলে তাঁহাকে আর প্রভু সেবা করিতে হইবে না। তিনি স্বয়ং কত লোকের প্রভু হইতে পারিবেন।"

এই সকল কথা বলিবার সময় উমীচাঁদ প্রস্তর গুলির প্রতি লুব্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল আর বলিল "দেখুন রমানাথ বাবু, আপনা অপেক্ষা আমি রাজার প্রকৃতি ভালরূপ জানি, জন্মাবধি কখন তাঁহাকে আপন অঙ্গীকার পালন করিতে দেখি নাই, বা শুনি নাই। আপনি বাঙ্গালী, বাঙ্গালা দেশে আপনার বাস, যত দিন এদেশে আছেন, তত দিন আমাদের সহিত সম্বন্ধ, কথা বার্ত্তা বাধ্যবাধকতা চলিতেছে। কিন্তু যখন দেশে চলিয়া যাইবেন, তখন হয়ত আমাদিগকেও আপনার স্মরণ থাকিবে না। কিন্তু দেখুন পান্নার জহরত খনির কুলীদের সহিত আপনার আরও দূরবর্ত্তী সম্বন্ধ, প্রস্তর দুইখানি রাজার নিকট দিলে আপনার কিছু লাভ নাই, লাভ আপনার কুলীদের, তাহারা কিছু কিছু পুরস্কার পাইবে মাত্র; তাহাতে আপনার কি? দেখুন সকল কথাই বলিলাম, এখন আপনি বিবেচনা করুন, মনে করিলে আপনি এই রাত্রেই পান্না যাইতে পারেন, আমি তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত এখনই ঠিক করিয়া দিব। তাহা

হইলে আপনি যে এখানে আসিয়াছিলেন একথা একটী প্রাণীও জানিতে পারিবেনা। ভাল করিয়া বিবেচনা করুন, আপনি অর্থোপার্জ্জনের জন্য এত দূরদেশে আসিয়াছেন, এ আপনার তীর্থস্থান নহে, যে এখানে পুণ্য সঞ্চয় না করিলে পাপভাগী হইবেন। সংসারে সকলেই আপনাপন কর্ম্ম-ফল ভোগ করে, পূর্ব্ব জন্মে যে যেমন কাজ করিয়া আসিয়াছে, সে ইহজন্মে সেইরূপ ফলভোগ করিবে,—আপনি আমি তাহার কি করিতে পারি,—দুঃখের জন্যই কুলী, মজুর, নীচলোকের জীবন। তাহাদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় ব্যর্থ করার জন্য অপরাধী হওয়া মাত্র। ফলে কিছুই দাঁড়াইবে না। আপনি কেবল নিমিত্তের ভাগী হইবেন। আমি বারম্বার আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করুন। যাহা বলি তাহা শুনুন,—এস্থান হইতে আজি রাত্রেই পান্না চলিয়া যাউন। বরং আমার একজন পথ ঘাট জানা চাকর আছে, তাহাকে আপনার সঙ্গে দিতেছি।" এইসকল কথা বলিতে বলিতে উমীচাঁদ তাহার একজন চাকরকে ডাকিয়া রমানাথকে বলিল "আপনি দেরি করিবেন না,—প্রস্থান করুন।"

রমানাথ বাবু এতক্ষণ নীরব ছিলেন এখন অম্লান বদনে বলিলেন "উমীচাঁদ বাবু আমি সেরূপ লোক নহি, আমি ভ্রমেও এ সকল কথাকে মনোমধ্যে স্থান দিতে পারি না। আপনি জানিবেন আমি রাজাকে নিশ্চয় এই প্রস্তর দুইখানি দিব। উমীচাঁদের মুখ শুকাইয়া আসিল, চক্ষের প্রফুল্ল ভাব বিনষ্ট হইল, তখনই আপনার কথা ফিরাইয়া লইয়া বলিল "রমানাথ

বাবু মনে করিবেন না যে আমি আপনাকে ঐসকল কথা প্রকৃত বলিতে ছিলাম। বুঝিলাম আপনার মনের কতটা দৌড়,” উমীচাঁদ এইরূপ ও অন্যরূপ অনেক কথা বলিল, কিন্তু তাহার মনের দূষিত ভাব নষ্ট হইল না। মনটা যেন কেমন ছম্ ছমে গোছ রহিল। রমানাথ বলিলেন “উমীচাঁদ বাবু, আপনার ভয় নাই, আমি এসকল কথা রাজাকে বলিব না, আপনি সে বিষয়ে নির্ভয় থাকিবেন।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র রমানাথ রাজ-দরবারে গেলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিবামাত্র আহ্লাদিত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই কথা ছিল রমানাথ ইষ্টসিদ্ধি করিতে না পারিলে রাজধানীতে আসিবেন না, বা রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। সে আজি এক বৎসরের কথা। রাজা ব্যস্ত হইয়া রমানাথকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রমানাথ তাঁহাকে বিহিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া উত্তর দান করিলেন এবং বিনীত ভাবে দুইখানি প্রস্তর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলিলেন—“আমি নিজে কিছু প্রার্থনা করি না, পরিব্রকুলীদিগকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার দানের আজ্ঞা হয়।” প্রস্তর দুইখানি দেখিয়া রাজা মহীপৎ সিং প্রভৃতি আনন্দ লাভ করিলেন, রমানাথের কার্য্য দক্ষতার প্রশংসা করিলেন, এবং মনে করিলেন রমানাথ যথার্থ বিশ্বাসের

পাত্র। রাজা তৎক্ষণাৎ প্রস্তর দুইখানির একখানি আপনি লইলেন এবং একখানি সন্তোষ পুরস্কার স্বরূপ রমানাথকে দিলেন। বলা বাহুল্য আশাতীত পুরস্কার লাভে রমানাথ অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরদিন রমানাথ কুলীদিগকে এক এক মাসের বেতন পারিতোষিক স্বরূপ দিবার অনুমতি পত্র লইয়া পান্না যাত্রা করিলেন, যাইবার পূর্ব্বে তিনি উমীচাঁদের এলাহাবাদস্থ এজেন্টের নামে গচ্ছিত টাকার একখানি ররাত্ত চিঠী চাহিলেন, উমীচাঁদ প্রলোভনের নানা প্রকার বাগাড়ম্বর করিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে অস্বীকার করিল কিন্তু তাহার পর স্বীকৃত হইয়া এক খানি দশ হাজার টাকার ররাত্ত চিঠী লিখিয়া দিল।

রমানাথ যথাকালে পান্না গিয়া পৌঁছিলেন, পৌঁছিয়াই তিনি কুলীদিগকে রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন, খনির কার্য্যাধ্যক্ষকে অনুমতি পত্র খানি দেখাইলেন। কুলীরা পুরস্কার পাইয়া আনন্দোৎসবে মত্ত হইল। পর দিন প্রাতঃকালে তাহারা বিলক্ষণ বেশভূষা করিয়া স্ত্রী পুরুষ সকলে রমানাথের শয়ন ভবনের নিকটে আসিয়া মধুর স্বরে স্তুতি গান করিতে লাগিল সেই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্বরে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগ্রত হইয়া এক রমণীয় দৃশ্য দেখিলেন কুলীরা সকলে যথার্থ সরল-হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে তুলিয়া নাচিতে নাচিতে গান গাইতেছে, সেই গানে কৃতজ্ঞতার পূর্ণ বিকাশ আছে, প্রাণের সহিত ঈশ্বরের নিকট রমানাথের মঙ্গল কামনার প্রার্থনা আছে, আনন্দের ভর তরঙ্গ আছে, অতীত দুঃখের পরাকাষ্ঠার পর পবিত্র অশ্রু-প্রবাহ আছে। সুতরাং সেই দৃশ্য যারপর রমণীয়, অদ্ভুত,

ভাবেবউত্তেজক। আপনার যত্নের সফলতা দেখিয়া রমানাথও তাহাদিগেব প্রতি যথেষ্ট সানুভূতি দেখাইলেন।

সে দিন কুলীদের ছুটি ; তাহাদিগকে কাজ করিতে হইবেনা। তাহাদেব উৎসব। বেলা দ্বিপ্রহব প্রায়।—ফাল্গুনের সূর্য্য নিতান্ত কড়াও নয়, আর বড নরম ও নয়। বৌদ্রে গা ঝলসিয়া উঠেনা, বেশ সহ্য করিতে পাবা যায়। পাহাড়েব গাত্র গবম হইয়া এখনও "লু" বাতাসেব বিষম বাষ্প উঠিবার সময় হয় নাই। গাছেব পুরাণ পাতা গিয়াছে, কচি কচি পাতা গুলি এখনও সর্ব্বতোভাবে পাদপাঙ্গ আবৃত করিয়া উঠিতে পারে নাই, নবোদ্গত পক্ষ বিহঙ্গম শিশুর ন্যায় গাছ গুলিব শোভা বিকাশ পাইতেছে। দক্ষিণ দিক হইতে ঝুর ঝুরে বাতাস বহিতেছে। কুঠির বাহিরে একটী পাহাড়েব তলে গাছেব ছায়ায় কুলীরা মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, স্ত্রী পুরুষে হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতেছে: কেহ কেহ বা বনফুলেব মালা গাঁথিয়া আপনি পরিতেছে, অপরকে পরাইতেছে, যাহাব কেহ তেমন করিয়া মালা গাঁথিয়া পরাইবাব লোক নাই, সে আপন কর্ণমূলে আপনি পুষ্প দিয়া নাচিতেছে। নাচিতে নাচিতে কেহ কাহার গায়ে পড়িতেছে। রমানাথ একাকী বৃক্ষ শাখা অবলম্বন করিয়া তাহাদের তামাসা দেখিতেছেন এমন সময় পশ্চাদ্দিক হইতে কে একজন তাঁহাব মস্তকে আঘাত করিল, তিনি ভূতলে পতিত হইলেন, কুলিরা হায় হায় করিয়া নিকটে আসিল, তাঁহাকে ধরিয়া বসাইল, রমানাথ দেখিলেন উমাচাঁদ,—সঙ্গে চারিজন রাজাব প্রহরী। তাহারা তাঁহাকে বন্ধন করিল। উমাচাঁদ বলিতে লাগিল "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। মহারাজার

কাছে প্রতারণা! মহারাজ যাকে ভাল বলেন, তা'র এমন কাজ! বেশ হইয়াছে, তাঁর কাছে কি চালাকি চলে। তিনি রাজা, তাঁর রাজবুদ্ধি, যা'কে যেমন তা'কে তেমন শাস্তি দিয়ে থাকেন, তা না হলে রাজত্ব থাক্‌বে কেন।

রমানাথ বুঝিলেন সমস্তই উমীচাঁদের খেলা। পাঠককে বলিতে হইবেনা যে জহরত খনির যত লোক, কুলী ছাড়া, সকলেই রমানাথের বিপক্ষ। তাহারা রমানাথকে লইয়া কারাগারে রাখিল,—রমানাথ দুর্ব্বহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। শৃঙ্খলের ভরে সর্ব্বদাই ভূতলশায়ী, উঠিবার ক্ষমতা নাই, দিনান্তে একবার মাত্র আহার পান, তাহাও পর্য্যাপ্ত হয়না। তিনি আপনার অপরাধের কথা জানিতে পারিলেন না; শাস্তির সীমা রহিলনা। যাহার যে রূপ ইচ্ছা সে সেই রূপেই প্রতিহিংসা সাধন করিতে লাগিল। রমানাথ এ পীড়নেও প্রশান্ত, মুখে কথাটী নাই, কেবল যখন অত্যন্ত কষ্ট হয় তখন তাঁহার চক্ষু দুইটী দিয়া অশ্রুধারা পতিত হয়, তাহার শব্দ নাই, নিঃশব্দে পতিত হয়। রমানাথের বাক্‌শক্তি থাকিয়াও নাই; নিষ্ঠুরের নিকট নীরব অশ্রুবিন্দুর প্রাধান্য কি! দেখিয়া বোধ হইল অশ্রুবিন্দুর বাক্‌শক্তি থাকিলে সে বলিত "সংসারে সৎকর্ম্মের এত শত্রু।"

এইরূপে দুই দিন গেল। তৃতীয় দিবস নিশীথ সময়ে [illegible]নাথের নিদ্রা নাই;—আপনার ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান চিন্তা করিতেছেন, তাঁহার মনে হইতেছে ঈশ্বরের যদি এরূপ ইচ্ছা ছিল, কারাগারে শত্রু হস্তে প্রাণত্যাগ করাই যদি ললাটপট্টে লিখিত ছিল, তাহা [illegible] রাণীগঞ্জের কয়লার খনিতে প্রাণ গেলেই ভাল হইত। এ যে দেশ, এদেশের লোকের যে রূপ

নিষ্ঠুর মন, তাহাতে কাহার নিকট যে উপকারের আশা করি তাহাও সম্ভব নহে। শৃঙ্খলের ভরে তাঁহার হস্তপদ সঞ্চালন করিবার উপায় ছিলনা যেখান কার হাত সেইখানে, যেখানকার পা সেইখানে রাখিয়া তাঁহাকে অচেতন জড় পদার্থের ন্যায় কালযাপন করিতে হইতেছিল। এই দারুণ দুর্দ্দিনের রাত্রিতে একবার, এক মুহূর্ত্তের জন্য রমানাথের পিতামাতা, ভাই ভগ্নি, আত্মীয় স্বজনদিগের চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই, সে বহুদিনের কথা, এত দিন যে তাঁহাদের কেহ জীবিত আছেন, তাহাও তাঁহার মনে লয় না। বরং এই দুঃসময়ে রাধামাধব বাবুকে তাঁহার মনে হইল, তাঁহার অসীম দয়া, অকৃত্রিম ভৃত্য-বৎসলতা অসামান্য ঔদার্য্য, তাঁহার সেই মধুমাখা বাক্য সকলই সুস্পষ্ট ভাবে রমানাথের মনে আসিতে লাগিল।

কারাগারে সন্ধ্যার প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছিল, গৃহ অন্ধকার-ময়, রমানাথের হৃদয়ে বাহিরে, চতুর্দ্দিকে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কারাগৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটনের শব্দ হইল। ইহাতে আমরা কি মনে করিব ? রমানাথ আশ্বস্ত হইলেন ? তাহা নহে, —তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন এবার তাঁহার জীবন গেল। যদিও রাণীগঞ্জে তিনি একবার এইরূপ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এযাত্রা অনেক দিন হইতে আশার প্রতারণা বই প্রতিজ্ঞা পূরণের কোন চিহ্নই দেখিতে না পাইয়া তাঁহার সে সাহস টুকু গিয়াছিল। যাহা হউক অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই তিনি আপন অঙ্গে মনুষ্যের হস্ত, স্পর্শ অনুভব করিলেন। তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল, কথা কহিতে সাহস হইল না। তাহার পরক্ষণেই তিনি.

আর আপনার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিলেন না। এই-রূপে কিয়ৎকাল কাটিল, কে যেন বারম্বার তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিল। জাগ্রত হইয়া তিনি আপনাকে শৃঙ্খল মুক্ত দেখিলেন। আগন্তুক চুপে চুপে কহিল "বাবু আমার সঙ্গে আসুন।"

সে কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ ছিলনা। রমানাথ ভাবিলেন যদি সে ব্যক্তি তাহার প্রাণহন্তা হইত তাহা হইলে তাহার এখানে ইষ্টসিদ্ধির যতটা সুবিধা ছিল, অনায়াসেই করিতে পারিত। যখন তাহা করিল না, তখন তাহার উদ্দেশ্য অন্যরূপ। এই ভাবিয়া তিনি কারাগৃহের বাহিরে আসিলেন, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আপনার কুঠীতে উপ-স্থিত হইলেন। কুঠীতে আলোক ছিল তিনি দেখিয়াই চিনি-লেন যে ব্যক্তি তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনিল সে কুমার সুজন সিংহের বিশ্বস্ত ভৃত্য গুমান সিং। ভৃত্য তাঁহাকে আপন কুঠী হইতে জিনিস পত্র লইতে বলিল তাহাতে তাহার দণ্ডমাত্র বিলম্ব হইল না। সেই রাত্রেই তিনি একটী অশ্বারোহণে সুজন সিংহের ভৃত্যের সহিত চলিলেন। কতক দূর গিয়া গুমান সিং বলিল "আপনি রাজদরবার হইতে বিদায় লইয়া আসিবার পরে উমীচাঁদ কয়েক খণ্ড বহুমূল্য প্রস্তর সমেত রাজার নিকটস্থ হইয়া বলে "আপনি সেইগুলি তাহাকে রাখিতে দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু চুরির ধন বিবেচনায় সে তাঁহার নিকটে আনিয়াছে।" এই কথায় বুন্দেলখণ্ডী রাজার মন একে-বারে গলিয়া গেল, উমীচাঁদকে পরমাত্মীয় বলিয়া বিশ্বাস হইল, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সঙ্গে চারিজন প্রহরী দিয়া রমানাথকে

সাবধানে রাখিবার আদেশ দিলেন। উমীচাঁদের সহিত রাজার যে সকল কথোপকথন হইল কুমার গোপনে থাকিয়া সমস্তই শুনিয়াছিলেন। উমীচাঁদ চলিয়া আসিবার পর কুমার রমানাথের উদ্ধারের জন্য গুমান সিংকে পাঠাইয়া দেন। গুমান সিং এলাহাবাদের পথে চলিল, পাঁচদিনের দিনে রমানাথকে নিরাপদে প্রয়াগে পৌঁছিয়া দিল। প্রয়াগে আসিয়া রমানাথ শুনিলেন হরবংশলালের কারবার বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার দেনা অনেক। মহাজনেরা তাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছে, এজন্য সে ফেরার আছে। সুতরাং তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ ঘটিল না। নাই ঘটুক হরবংশলাল অপেক্ষা সেখানে রমানাথের অপরাপর অনেক বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের আশ্রয়ে তাঁহার কিছুমাত্র কষ্ট হইলনা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রমানাথ প্রয়াগে আসিয়া আপনার একটী বন্ধুর বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন। যখন তিনি এখানে হরবংশলালের কারবারে ছিলেন তখন অনেকেরই সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় এমন কি বিলক্ষণ বন্ধুতা জন্মে। এযাত্রা প্রয়াগে অধিক দিন তাঁহার অবস্থিতি করিবার ইচ্ছা ছিল না, এজন্য যত সত্বর পারেন সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া বাঙ্গালা দেশে ফিরিবেন, এদেশে আসিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যের যদি